বিনাধান-১৪ ব্রাউশ ধান: উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু নাবী বোরো ধানের জাত

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) ফ্যাক্ট শিট: বিনাধান-১৪

উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে ডাল, তেল ও অন্যান্য রবি ফসলের পরে নাবীতে আবাদযোগ্য উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল কোনো বোরো ধানের জাত না থাকায় উল্লেখিত ফসলসমূহের কাঙ্খিত উৎপাদন বৃদ্ধি প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিনা হতে ২০১০ সালে নাবীতে আবাদযোগ্য উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল বোরো ধানের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়।

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার স্থানীয় জাত আশফল এর বীজে কার্বন আয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। পরে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাবী বোরো মৌসুমে অর্থাৎ দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন সরিষা কাটার পরে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়ায় এই মিউট্যান্ট সারিটিকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং বিনাধান-১৪ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- রবি ফসল কর্তনের পরে আবাদযোগ্য একমাত্র বোরো ধানের জাত (ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত)
- গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সে.মি.
- জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন (বীজ হতে বীজ)
- ধানের রং উজ্জ্বল স্বর্ণালী বর্ণের
- চাল বেশ লম্বা ও চিকন
- ১০০০ ধানের ওজন ২৩.১৮ গ্রাম
- উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিচর্যায় গড় ফলন ৬.৯ টন/হেক্টর।

বিনাধান-১৪ এর মাঠ দৃশ্য, ধান ও চালের ছবি

বিশেষ বৈশিষ্ট্য

- কৃষিতাত্ত্বিক ও শারীরতাত্ত্বীয় পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত যে বোরো মৌসুমে পরাগায়নের সময় ৩৮° সে. বা তার চেয়েও বেশি তাপমাত্রাতেও বিনাধান-১৪-তে কোন চিটা পরিলক্ষিত হয়না।
- সাম্প্রতিক তাপদাহে অন্যান্য বোরো ধানের জাতে ব্যাপক চিটা/ক্ষতি হলেও এ জাতে কোনো ধরণের চিটা/ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়নি।

চাষাবাদ পদ্ধতি

- বীজতলায় বীজ বপন: অঞ্চলভেদে জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ হতে মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত।
- বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ২৫-৩০ কেজি অথবা প্রতি একরে ১০-১২ কেজি।
- চারার বয়স: ২০-২৫ দিন।
- চারা রোপন: অঞ্চলভেদে ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহ হতে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত।
- সার ব্যবস্থাপনা: প্রতি হেক্টরে: ইউরিয়া- ২২০-২৬০ কেজি, টিএসপি- ১০০-১২৫ কেজি, এমওপি- ১৪০-১৮০ কেজি, জিপসাম- ৬৫-৮০ কেজি, জিংক সালফেট- ৭-৮ কেজি। ইউরিয়া সারের ৩য় ও এমওপি সারের ২য় কিস্তি রোপণের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে কাইচ থোর আসার পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
- রোগ বালাই দমন: বিনাধান-১৪ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের তুলনায় অনেক কম হয়। যদি কোনো ধরণের রোগবালাই এর আক্রমণ দেখা দেয় তবে সংশ্লিষ্ট উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা/উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বা নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।
- ফসল কর্তন: মে মাসের ২য় সপ্তাহ হতে জুন মাসের ১ম সপ্তাহ।

সতর্কতা: ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে রোপণ করা যাবে না।

আরও তথ্যের জন্য: পরিচালক (প্রশাসন ও সা.সা.), বিনা, ময়মনসিংহ-২২০২, মোবাইল: ০১৭১০-৭৬৩০০৩
ইমেইল: makazad.pbdbina@gmail.com